Sanatan Dharma

দীক্ষা প্রধানতঃ দশ প্রকার

দীক্ষা:----------
বিষ্ণু যমলা শাস্ত্র বলছে: "যে প্রক্রিয়াটি দিব্য জ্ঞান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপ ও অজ্ঞতার বীজকে ধ্বংস করে, সেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা দীক্ষা বলা হয়. যারা সত্য দেখেছে।"[১১]
"দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈঃ।
যা থেকে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হয়., তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাকেই দীক্ষা বলে বর্ণনা করেছেন। পারদের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়। তেমনি যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষ ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলি অর্জন করেন।
দীক্ষা শব্দের অর্থ এমন জ্ঞান যার দ্বারা দীক্ষাগ্রহণকারীর পাপক্ষয় হয়।
দীক্ষা প্রধানত দুবিধি বহির্দীক্ষা ও অন্তর্দীক্ষা। বহির্দীক্ষায় পূজা, হোম প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান বিহিত; আর অন্তর্দীক্ষায় মানুষের কুন্ডলিনীশক্তির (আত্মশক্তি) জাগরণ ঘটে।
গুরু কর্তৃক শিষ্যকে বিশেষ কোনো দেবতার মন্ত্র দান অর্থাৎ সেই দেবতার উপাসনায় উপদেশ দানের নামই--" দীক্ষা" , আর দীক্ষাদানকারী গুরুকে বলা হয় দীক্ষাগুরু।
কাজের অনিত্য দেহের নিত্যাত্মার মুক্তির সদ্গতির জন্য বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষাতে দেহে শুদ্ধি হয়., সংসার বাসনা ক্ষয় হয়.,মহৎ ব্যক্তির ও শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু কৃপা লাভ হয়। সাধন ভজন ও অর্চ্চনাদি ভজনাঙ্গের অধিকার জন্মে এবং সর্ব্বকার্য সিদ্ধি হয়. কাজেই দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ।
দীক্ষা গ্রহণ না করলে সাধন ভজন রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না । দীক্ষা ব্যতীত গুরুর কৃপা হয় না দীক্ষা ব্যতীত হরিনামাদি ভজনের দ্বারা শ্রেয়ঃলাভ হইলেও কৃপা ও সেবা লাভের ও অর্চ্চনাদি ভজনার অধিকার হয় না এবং সাধন ভজন পথের শক্তি লাভ হয় না । সংসার বাসনা ক্ষয় হয় না, আর দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ না করলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনে সংযোগের কোন উপায়ও হয় না । জন্ম-মৃত্যু বারণ হয় না,কোন সৎকার্যের সিদ্ধি হয় না । কাজের অনিত্য দেহের নিত্যাত্মার মুক্তির সদ্গতির জন্য বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষাতে দেহে শুদ্ধি হয়, সংসার বাসনা ক্ষয় হয়,মহৎ ব্যক্তির ও শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু কৃপা লাভ হয়। সাধন ভজন ও অর্চ্চনাদি ভজনার অধিকার জন্মে এবং সর্ব্বকার্য সিদ্ধি হয় কাজেই দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন । দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত সাধন সিদ্ধি হয় না। কাজেই দীক্ষা গুরুর প্রয়োজন।
ধ্রুব প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণে ডাকা সত্ত্বেও তাহার কৃপা লাভ করিতে পারে নাই । তৎপরে শ্রীনারদ ঋষি হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ,তাহাকে ডাকিয়া তাহার কৃপা লাভ করেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করেন । যাহাদের নিকট হইতে সাধন ভজনের উপদেশাদি ও তত্ত্বাদি শিক্ষা লাভ করা যায় তাহারাও শিক্ষাগুরু । ভগবান প্রাপ্তিজনিত শাস্ত্র অনুযায়ী অজানা বিষয় যাহাদের

Published on: Sep, 27 2022 15:42

নকিট হইতে জানার যায় তাহারাও শকি্ষার গুরু । মুনি,ঋষি ও মহাজনদরে রচতি ভগবত সম্বন্ধীয় ধর্মগ্রন্হ হইতে যে জ্ঞানরে উপদশোদি ও সদাচাররে নয়িম পদ্ধতি ও সাধন ভজন পদ্ধতি শকি্ষা লাভ করা যায় ,তাহারা ও শকি্ষার উপদষ্টে গুরু । সাধন পথে গুরু দুইজন= দকি্ষাগুরু ও শকি্ষাগুরু ।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বষি্ণু গুরুদবে মহশে্বর গুরু সাক্ষাত্ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ
হনি্দু দর্শনরে গুরু কে সর্বোচ্চ স্থান দওেয়া হয়.ছে। পরম ব্রহ্মরে স্বরূপ রূপে উল্লখে করা হয়.ছে গুরুকে।
তমিরি অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে যনিি জ্ঞানরে আলোয. আলোকতি করনে তনিি হচ্ছনে গুরু
দীক্ষা গ্রহণ না করলে দীক্ষা গ্রহণ করলে যা লাভ হয. সগেুলো প্রাপ্ত করার সুযোগ হয. না। আধ্যাত্মকি শকি্ষা লাভ করতে না পারার জন্য আধ্যাত্মকিভাবে অশকি্ষতি হয়.ে থাকতে হয়।
দীক্ষা প্রধানতঃ দশ প্রকার,
যথা
১)স্মার্তী,২)মানসী,৩)যৌগী,৪)চাক্ষুষী,৫)স্পর্শনী,৬)বাচকিী,৭)মান্ত্রকিী,৮)হৌত্রী,৯)শাস্ত্রী ও১০)আভষিচেকিী।
1) স্মার্তী দীক্ষা--- সমর্থ গুরু বদিশেস্থ শষি্যকে স্মরণ করে ক্রমশঃ তার আণবমল, কর্মমল ও মায.কি মলরে আবরণকে বশি্লষি্ট অর্থাৎ চূর্ণবচিূর্ণ করে ফলেনে এবং লয.যোগাঙ্গবধিানে তাকে পরম শবিে যোজনা করনে।
2) মানসী দীক্ষা--- শষি্যকে নজিরে কাছে বসয়ি.ে অন্তঃদৃষ্টতিে তার মলত্রয.কে অবলোকন কর,ে সইে মলত্রয.কে নশি্চহ্নিকরণ।
3) যৌগী দীক্ষা--- যোগোক্ত ক্রমে গুরু শষি্য দহেে প্রবষি্ট হয়.ে তার আত্মাকে নজিরে আত্মাতে যুক্ত করনে। তার নাম যৌগদীক্ষা।
4) চাক্ষুষী দীক্ষা--- শবিোহহং ভাবে সমাবষি্ট হয়.ে গুরু করুণাদৃষ্টতিে শষি্যকে নর্নিমিষে নত্রেে দখেতে থাকনে তাতইে শষি্যরে মধ্যে অকস্মাৎ শবিভাবরে বোধন ঘটে যায়।
5) স্পর্শনী দীক্ষা--- গুরু স্বয়ং পরমশবিভাবে ভাবতি হয়.ে সমাধস্থি হয়.ে পড়নে । সইে সময. তাঁর হস্তই শবিহস্ত, তাঁর মুখই শবিবক্ত্র । আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসতি গুরু শষি্যরে উপযোগী বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁর শবিহস্ত শষি্যরে মাথায. অর্পণ করনে । সঙ্গে সঙ্গে নাদ ও জ্যোতি প্রকট হয়.ে যায. ।
6) বাচকিী দীক্ষা--- গুরু তাঁর গুরুভাবে ভাবতি হয়.ে নজি দহেে স্বীয. গুরুশক্তরি আবশে ঘটান। নজিরে বক্ত্রকে তখন গুরুবক্ত্ররূপে অনুভব করে শ্রদ্ধাপ্লুত অবস্থায. শষি্যরে নকিট দব্যিমন্ত্র প্রকট করে থাকনে। সইে সদ্যপ্রকটতি মন্ত্ররে উপযোগী মুদ্রান্যাসাদি সাধন প্রণালীও শখিযি়ে দনে।
7) মান্ত্রকিী দীক্ষা---এই দীক্ষায. গুরু মন্ত্রন্যাস যুক্ত অবস্থায. স্বয়ং মন্ত্রতনু হয়.ে শষি্যকে মন্ত্রদান করে থাকনে। গুরু যে মন্ত্রতনু হলনে তা শষি্য এই দখেে বুঝতে পারনে যে গুরুর ললাটে কংিবা বক্ষস্থলে শষি্যরে বীজ অত্যাশ্চর্য উপায. যনে খোদতি হয়.ে জ্বলজ্বল করছে ।
8) হৌত্রী দীক্ষা--- গুরুকুণ্ডে বা স্থণ্ডলিে অগ্নস্থিাপন করে লয.যোগরে ক্রমে শষি্যকে দযি়ে প্রসদ্ধি বদেমন্ত্রে ক্রমাগত আহুতি দওেয়াতে থাকনে। তাঁর সংকল্প থাকে শষি্যরে মলশুদ্ধি ও পাশ মুক্তি। বদেমন্ত্র হল--- "ওঁ অগ্নয়ি দূতং বৃনীমহে হোতারং বশি্ববদেসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম।।" হোম করতে করতে শষি্য প্রথমে

Published on: Sep, 27 2022 15:42

খুব জ্বলন বা তাপ অনুভব করনে। এই যজ্ঞাগ্নরি তাপে শষি্যরে দহোবস্থতি পাশ সমূহ দগ্ধীভূত হয.। তারপর শান্ত স্নগ্ধি শীতলতার আবর্ভিাব হয.। সইে স্নগ্ধি অমৃতরসে শষি্যরে সকল সত্তা আপ্লাবতি হয.ে যায.।

9) শাস্ত্রী দীক্ষা--- গুরু তাঁর যোগ্য শুশ্রূষু ভক্তকে যে সাধনায. সদ্ধি করতে চান কংিবা যে তত্ত্ব তনিি তার মধ্যে প্রকট করতে চান, সইে তত্ত্ব বষিয.ক বা সাধনা বষিয.ক গ্রন্থ শষি্যরে হাতে দযি.ে আশীর্বাদ করনে। তাঁর আশীর্বাদরে ফলে সইে তত্ত্ব বা সাধন রহস্য শষি্যরে অধগিত হয.ে যায.।

10) আভষিচেকিী দীক্ষা---এই দীক্ষার অপর নাম শবিকুম্ভভষিকে দীক্ষা। সাধারণতঃ একটি কুম্ভে শবি ও শবিানীকে পূজা করে শষি্যকে মন্ত্রদান করা হয.। সাধারণ তন্ত্র গ্রন্থে এই বধিান। কন্তিু শবৈাগমরে ঋষদিরে মতে, শষি্যকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করে স্বয.ং গুরু তার দহেরূপ ঘটে আপন তপঃশক্তরি বলে শবি ও শবিানীর আবশে সঞ্চার করে দনে। সটোই যথার্থ আভষিচেকিী দীক্ষা। অন্তররাজ্যে প্রবশে করার জন্য গুরু কর্তৃক শষি্যরে এই হল -অভষিকে ক্রয়ি.া।

Published on: Sep, 27 2022 15:42